চুয়েটে সম্পন্ন হলো দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান কনফারেন্স

চুয়েট প্রতিনিধি

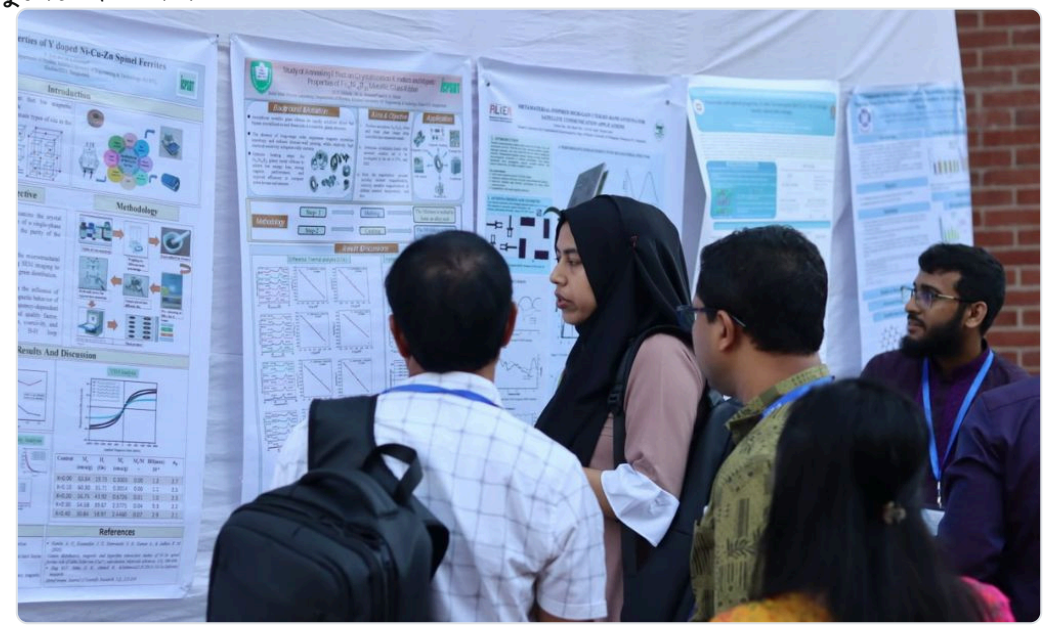

ছবি : কালের কণ্ঠ

দেশি-বিদেশি গবেষকদের মিলনমেলায় চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলন। চুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় ৪০০ গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন। এবারের সম্মেলনের মূলভাব ছিল— প্রযুক্তির ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়নে পদার্থবিজ্ঞানের ভূমিকা।

এর আগে গতকাল বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০টায় চুয়েটের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সম্মেলনের সূচনা হয়।

চুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. এইচ. এম. এ. আর. মারুফের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ আব্দুল মতিন ভূইয়া। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিভাগটির অধ্যাপক ড. অনিমেষ কুমার চক্রবর্তী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারুক-উজ-জামান চৌধুরী এবং চুয়েটের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ. এইচ. রাশেদুল হোসেন।

পড়ুন

চুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা ১৭ জানুয়ারি

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ আব্দুল মতিন ভূইয়া বলেন, ‘ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিবেশবান্ধব

জ্বালানি, উন্নত উপকরণ ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য যে মৌলিক জ্ঞানের প্রয়োজন —তা পদার্থবিজ্ঞান থেকেই সম্ভব। কোনো জটিল প্রকৌশল সমস্যা পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান ছাড়া সমাধান করা যায় না।

’ তিনি চুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগকে এমন আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী পর্বের পর শুরু হয় প্রবন্ধ উপস্থাপন। সেখানে দেশ-বিদেশের অতিথিরা মূল ও আমন্ত্রিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এরপর চুয়েট আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরে অনুষ্ঠিত হয় কারিগরি প্রবন্ধ উপস্থাপন পর্ব।

নির্বাচিত ২৭৪টি গবেষণা পত্রের মধ্যে প্রায় ২৫০টি উপস্থাপন করা হয়।

সম্মেলনের শেষ দিন বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে দুটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর শুরু হয় পোস্টার প্রদর্শনী। এতে মোট ১১২টি পোস্টার উপস্থাপন করা হয়।

অংশগ্রহণকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, ‘এ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এটি আমার জীবনের প্রথম কোনো সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

এখানে আমি নিজের চিন্তাগুলো অন্যদের সামনে উপস্থাপন করতে পারছি, পাশাপাশি অন্যদের কাজও জানতে পারছি।’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন মুন্না বলেন, ‘অনেকেই মনে করেন পদার্থবিজ্ঞান কেবল পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য, কিন্তু এর বহুবিধ প্রয়োগমূলক শাখা রয়েছে যা অনেকেই জানেন না। এই কনফারেন্সে ভালো লেগেছে যে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজে কীভাবে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহার করছে তা উপস্থাপন করেছে। এর ফলে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় এবং বোঝাপড়ার পরিধি বাড়ছে।’

মালয়েশিয়ার সানওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নোমান আর্শিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘এই কনফারেন্সে উপস্থিত হয়ে আমি অত্যন্ত

আনন্দিত। আমি আমার ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনে অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও গবেষকের সঙ্গে কাজ করেছি ও তারা খুব ভালো করছে। চুয়েট পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের আহ্বানে এটি আমার প্রথম বাংলাদেশ সফর। এখানে তরুণ গবেষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে ভালো লাগছে। তারা তাত্ত্বিক পড়াশোনার পাশাপাশি প্রায়োগিক দিক নিয়েও কাজ করছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।'

সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক ড. এইচ. এম. এ. আর. মারুফ এই আয়োজন সম্পর্কে বলেন, 'চুয়েট পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে আমাদের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রতি দুই বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সাল থেকে আমরা নিয়মিতভাবে এই কনফারেন্স আয়োজন করে আসছি। প্রতিবারের মতো এবারও দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। সবাই তাদের গবেষণা ও ধারণা বিনিময় করছেন। আমরা সবগুলো প্রবন্ধ সরাসরি উপস্থাপনার ব্যবস্থা করেছি। আশা করি, আমাদের এই কার্যক্রম ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।'

সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। ওই সময় প্রবন্ধ ও পোস্টার উপস্থাপনায় সেরা গবেষকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।